Autism spectrum Disorders and Development disabilities - উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

হোটেল রূপসী বাংলা, ঢাকা, সোমবার, ১০ শ্রাবণ ১৪১৮, ২৫ জুলাই ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস সভানেত্রী মান্যবর মিসেস সোনিয়া গান্ধী,

শ্রীলংকার ফার্স্ট লেডি ম্যাডাম শিরানথি রাজা পাকসে,

মালদ্বীপের সেকেন্ড লেডি ইলহাম হোসেইন,

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম and Good Morning to you all.

Autism spectrum Disorders এবং Development disabilities বিষয়ক দু'দিনব্যাপী দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিশ্বে প্রতিদিন আনুমানিক ৩ লাখ ৬০ হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে প্রতি ১১০ জনে ১ জন শিশু Autism Spectrum Disorder বা ASD সমস্যা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। এ হিসেবে প্রতিদিন ৩ হাজারেরও বেশি শিশু অটিজম সমস্যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করছে।

দরিদ্র পরিবারগুলোকে এমনিতেই প্রতিদিন বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। তার উপর পরিবারের কোন একজন সদস্য যখন অটিজমের মত একটা জটিল সমস্যায় ভোগে, তখন সে পরিবারের আর দুর্ভোগের সীমা থাকে না।

উন্নয়নশীল দেশের একজন নেতা হিসেবে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বিশেষ করে দরিদ্র এবং ASD সমস্যাগ্রস্ত পরিবারের চাহিদার ব্যাপারে আমি সবসময়ই সজাগ।

এজন্যই আমার কন্যা, অটিজম বিশেষজ্ঞ স্কুল সাইকোলোজিস্ট সায়মা হোসেনের অনুরোধে Autism Speaks উদ্ভাবিত Global Autism Public Health Initiative এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। একইসঙ্গে South Asian Autism Network প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও আপনাদের সক্রিয় সহায়তা প্রত্যাশা করছি।

আমি অত্যন্ত আশাবাদী যে এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা অটিজম এবং অন্যান্য Development Disorder সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানতে পারব। পাশাপাশি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমসাময়িক গবেষণার ফলাফল এবং চিকিৎসা সম্পর্কেও আমরা পরস্পরের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারব। এসব তথ্য অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করবে।

অনেক দেশের মতই বাংলাদেশেও আমরা মানসিক বিকাশজনিত সমস্যাকে অনেক সময় অবজ্ঞা করে থাকি। এরফলে গোড়াতেই রোগ নির্ণয় এবং যথাযথ চিকিৎসা হলে যে সুবিধা পাওয়ার কথা, তা থেকে আমরা বঞ্চিত হই। শিশুর এক বছর বয়সের মধ্যেই রোগ চিহ্নিতকরণ এবং চিকিৎসার উদ্যোগ নেওয়াটা অটিজমের মত Neurodevelopment disorder প্রতিকারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শারীরিক ও মানসিক বিকাশজনিত সমস্যাগ্রস্ত মানুষের অধিকারসমূহ খুব কমই আমলে নেওয়া হয় এবং কদাচিৎ তাঁদের অধিকার মেটানো হয়। লোকলজ্জার ভয়, সীমিত জ্ঞান, পর্যাপ্ত চিকিৎসা কেন্দ্র এবং বিশেষজ্ঞের অভাবের মত বিষয়গুলো অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের পরিবারকে সার্বিক সেবা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে থাকে।

তাঁদের কষ্ট লাঘবে, এবং অধিকার আদায়ে প্রয়োজনীয় সামাজিক এবং আইনি পরিকাঠামো তৈরি করা খুবই জরুরি। বাংলাদেশে আমরা যত দ্রুত সম্ভব এ বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, Autism Speaks, WHO, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য সবার সহযোগিতায় আমরা অটিজম সমস্যা নির্ণয়ে উন্নত পদ্ধতি ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারব। একইসঙ্গে যেসব পরিবারকে প্রতিদিন এ ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে তাঁদের জন্য একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

অতিথিবৃন্দকে আমরা এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যাতে তাঁরা নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পান এবং নিজ নিজ দেশে সমন্বিত মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারেন। আমরা তাঁদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারব। এই সম্মেলনে ASD সমস্যা সমাধানে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা এবং পরিকল্পনা সম্পর্কেও আমরা জানতে পারব।

কথায় আছে 'যে কাজ আজকে করা যায়, তা আগামীকালের জন্য ফেলে রাখা উচিৎ নয়।' প্রিয় সুধী, আজকে আমি আপনাদের অনুরোধ জানাব আসুন, এই বিশাল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব এবং ঐক্য গড়ে তুলি।

আসুন পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা এমন একটি প্রক্রিয়া শুরু করি যা দক্ষিণ এশিয়ায় অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক এবং অর্থনৈতিকভাবে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উপায় উদ্ভাবনে সহায়ক হবে।

এ মহৎ উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানাতে এবং এ গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে যাঁরা বাংলাদেশে এসেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি আবারও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বাংলাদেশে আপনাদের অবস্থান উপভোগ্য, আনন্দদায়ক ও স্মরণীয় হোক- এ প্রত্যাশা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

.....